নবীগণের গল্প শুনি

নবীগণের গল্প শুনি

মূল

উসামা মুহাম্মাদ কুতুব

অনুবাদ

আশেক মাহমুদ

মাকতাবাতুল হাসান

নবীগণের গল্প শুনি

প্রথম সংস্করণ : জুন ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ।

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

ISBN : 978-986-8012-03-1

মূল্য : ১০০/= টাকা মাত্র

Nobigoner Golpo Suni

Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh

E-mail : rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

অ র্প ণ

আমাতুল্লাহ আফরা
আমার একমাত্র কন্যা
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে দান করুন–
হযরত খাদিজা রাযি.-এর মতো স্নেহ ও মমতা..
হযরত সুমাইয়া রাযি.-এর মতো নবীপ্রেম ও ত্যাগ...
হযরত আয়শা রাযি.-এর মতো মেধা ও জ্ঞান...
হযরত বারিরা রাযি.-এর মতো বুদ্ধি ও সৌন্দর্য...
হযরত আছিয়া আ.-এর মতো ধৈর্য ও সবর...
এবং
হযরত রাহিমা আ.-এর মতো পরোপকারিতা ও তুষ্টি...
আল্লাহুম্মা আমীন।

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চী প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. হযরত আদম আলাইহিস সালাম	৯
২. হযরত নুহ আলাইহিস সালাম	১৫
৩. হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম	২১
৪. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম	২৭
৫. হযরত শুআইব আলাইহিস সালাম	৩৪
৬. হযরত লুত আলাইহিস সালাম	৩৭
৭. হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম	৪১
৮. হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম	৪৫
৯. হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম	৪৮
১০. হযরত মুসা আলাইহিস সালাম	৫৬
১১. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম	৬৪
১২. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম	৬৯
১৩. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	৭২

হযরত আদম আলাইহিস সালাম
পৃথিবীর প্রথম মানুষ

আল্লাহ তাআলা এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সবকিছু মানুষের জন্য। মানুষের জীবন ধারণের জন্য তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সামঞ্জস্য রেখে। সূর্যকে পৃথিবীর এত কাছেও রাখেননি যাতে মানুষ সূর্যের আলোয় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায়। আবার এত দূরেও রাখেননি যাতে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস ঠাণ্ডায় জমে যায়।

আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের প্রয়োজনীয় সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন ফেরেশতাকুলকে নূর থেকে। এরপর তাদেরকে নির্দেশ করেছেন আল্লাহকে সিজদা করতে। বিরামহীনভাবে তার তাসবীহ পাঠ করতে।

আল্লাহর তাসবীহ পাঠকারী এবং ক্ষমা প্রার্থনাকারী ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহ পাক সাত আসমান ভরপুর রেখেছেন। ফলে তিনি চাইলেন পৃথিবীর বুকেও অন্য এক নতুন সৃষ্টি দিয়ে আবাদ করতে পারতেন। তাই তিনি ফেরেশতাদেরকে জানালেন– আমি অচিরেই জমিনে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।

ফেরেশতারা তা শুনে বলল– হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি কি সেখানে এমন মাখলুক বানাবেন যারা ফেতনা-ফাসাদ করবে এবং পরস্পর রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাইতো আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি! আপনার আনুগত্য করি! তারাও জিন জাতির মতোই কাজ করবে। তারাও জীনদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের মতো আমল করবে। তারাও পরস্পরকে হত্যা করবে। জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।

ফেরেশতাদের কথা শুনে আল্লাহ তাআলা বললেন– আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। এরপর তিনি নিজ কুদরতে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন আদমকে। তিনি তাকে প্রথম বানালেন একটি মানুষের আকৃতিতে। কিন্তু তা নড়াচড়া করছিল না। কেননা, তাতে রূহ ছিল না। এমন সময় ইবলিস

শয়তান হযরত আদম আ.-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল এবং তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল আর চলে গেল।

এবার আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-এর ভিতর রূহের সঞ্চার করলেন। ফেরেশতারা দলে দলে এসে এ নতুন সৃষ্টিকে দেখতে লাগল।
কারণ, এমন মাখলুক তারা আগে কখনো দেখেনি। সম্পূর্ণ ভিন্নরকম... এ সৃষ্টি দেখি খায়, পান করে, ক্ষুধার্ত হয়, পিপাসার্ত হয়, ঘুমায়!

আল্লাহ তাআলা আদম আ.-এর ভিতর রূহ দেওয়ার সাথে সাথে তিনি হাঁচি দিয়ে উঠলেন।

ফেরেশতারা বলল–'আলহামদুলিল্লাহ' বলো– হে আদম! হযরত আদম আ. আলহামদুলিল্লাহ বললেন। সাথে আল্লাহ পাক বললেন–

ইয়ারহামুকা রাব্বুকা– 'তোমার প্রতিপালক তোমার ওপর রহম করুন'। এরপর থেকে এটিই হাঁচির জবাব হয়ে আছে।

আল্লাহ তাআলা আদমকে অনেক সম্মান দিলেন। তিনি তাকে সবকিছুর নাম শেখালেন।

অতঃপর ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন– তোমরা আদমকে সিজদা করো। (এটি ছিল সম্মানসূচক সিজদা।) এটি ইবাদতের সিজদা নয়। কারণ, ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত আল্লাহ।

ফলে মুহূর্তেই ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করল। আদমকে সিজদা করল সকলেই। কিন্তু ইবলিস শয়তান সিজদা করল না। সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করল। অথচ সে বহু বছর যাবৎ ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে আসছিল। সে আদম আ.-এর সাথে শত্রুতার ঘোষণা দিল। সে অহমিকা প্রদর্শন করল। সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ ছুঁড়ে ফেলে দিল। সিজদা করল না সে।

আল্লাহ তাআলা তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন–
কেন তুমি আদমকে সিজদা করলে না; অথচ আমিই এ আদেশ দিয়েছি?

ইবলিস উত্তর দিল– আমি আদম থেকে উত্তম। আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আমাকে আপনি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন

মাটি থেকে। আমি কী মাটির সৃষ্টিকে সিজদা করতে পারি? আগুন সর্বদা মাটির উপর থাকে। উপরের জিনিস কীভাবে নিচের জিনিসকে সিজদা করবে?

ইবলিস সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। সে শয়তানে পরিণত হলো। সে অহংকার করল। নির্দেশের মোকাবেলায় যুক্তি উপস্থাপন করল।

তাই আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন–

তুমি বিতাড়িত। কিয়ামত পর্যন্ত তোমার ওপর আমার অভিশাপ অব্যাহত থাকবে। ইবলিশ এ ঘোষণা শুনে প্রচণ্ড ক্ষেপে গেল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল– আমি আদমকে কিছুতেই ছাড়ব না! আমি তার বংশধরকে ছাড়ব না! আমি তাদের সকলকে গোমরাহ করব! আমি অবশ্যই তাদের সকলকে আপনার অবাধ্যাচারী বানাব, যেমন আমি আপনার অবাধ্য হয়েছি। আমি তাদের মধ্যে হত্যাকারী সৃষ্টি করব। মিথ্যাবাদী বানাব। চোর তৈরি করব। তারা সকলেই আমার সাথে জাহান্নামে যাবে। তারাও আমার মতো অভিশপ্ত হবে। তবে আমি কিছুতেই নেককারদের নৈকট্য লাভ করব না। যারা সময়মতো নামাজ আদায় করবে, মশগুল থাকবে ইবাদতে, মাতাপিতার সাথে সদাচরণ করবে, নেক আমল করবে–এ সকল লোক আমার বন্ধু হবে না। সে আরো বলল–

হে রব! আমাকে সুযোগ দিন, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমাকে হায়াত দিন, আমি অবশ্যই বনী আদমকে পথভ্রষ্ট করব...।

আল্লাহ তাআলা তাকে সুযোগ দিলেন আর বললেন–

যাও, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাকে সুযোগ দেওয়া হলো।

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-কে এ সম্মান দেওয়ার পর তাঁকে তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া আ.-সহ জান্নাতে বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। আর আল্লাহ তাআলা হাওয়া আ.-কে আদম আ.-থেকেই সৃষ্টি করলেন। তাই তার নাম রাখা হলো 'হাওয়া'। তিনি জান্নাতে তাঁর সঙ্গিনী...।

আল্লাহ পাক তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন কিছুতেই ইবলিস শয়তানের কোনো কথা না শোনে। কেননা, সে আদমকে তাচ্ছিল্য করেছে, অসম্মান করেছে।

আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করলেন। তারা যা ইচ্ছা তাই খেতে পারবে। যে গাছের ফল খেতে চায় খেতে পারবে, তবে একটি গাছ ব্যতীত। এ গাছের কাছেও যাওয়া যাবে না। তার ফল ছোঁয়াও যাবে না, তার ফল খাওয়া যাবে না।

আদম আ. জান্নাতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন। তারা ক্ষুধার্ত থাকেন না। পিপাসায় কাতর হন না। তাদের কেনো দুঃখ নেই। জান্নাতে তাদের কোনো কাজও নেই। জান্নাত এক সুখময় ঠিকানা। কোনো কান জান্নাতের নেয়ামতের কথা শ্রবণ করেনি। কোনো চোখ তার নেয়ামত দেখেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ও তা কখনো কল্পনা করেনি।

ইবলিস চিন্তা করতে লাগল কীভাবে আদম ও তার স্ত্রীকে পথভ্রষ্ট করা যায়। একদিন সে ঠিক করল যে, তাদেরকে গোনাহের ওয়াসওয়াসা দিবে।

তাদের দু'জনের কাছে আসল। সে বিশ্বস্ত বন্ধু সাজল। সে এক বিশ্বস্ত উপদেশদাতা বনে গেল। সে বলল– আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন কারণ এ গাছ জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকার গাছ। যে এ গাছের ফল খাবে, সে কখনো মারা যাবে না। সে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে কথাগুলো বলল। সে আরো বলল– আমি সত্যবাদী। ফলে হাওয়া আ. সেই গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। হযরত আদম আ.-ও খেলেন। এতে তারা আল্লাহর কথা অমান্যকারী হয়ে গেলেন।

সাথে সাথে আদম ও হাওয়া আ.-এর শরীর থেকে জান্নাতের পোশাক খুলে গেল। তারা দু'জন গাছের পাতাগুল্ম দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে নিলেন। তখন হযরত আদম আ. অনুভব করলেন যে, ইবলিস তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। তাদেরকে গোনাহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাই তিনি কাঁদতে লাগলেন। অনেক কাঁদলেন। তিনি লজ্জিত হলেন। সীমাহীন লজ্জায় ডুবে গেলেন। অবিরত কাঁদতে লাগলেন। অনেক কাঁদলেন। অনেক লজ্জিত হলেন।

তার সাথে হাওয়া আ.-ও কাঁদতে লাগলেন। লজ্জায় আর অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন। দু'জনই ইস্তিগফার পড়া শুরু করলেন। কেননা, মুমিন বান্দা যখন কোনো গোনাহে লিপ্ত হয় সাথে সাথে তার করণীয় হলো ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল্লাহর কাছে তাওবা করা। তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

অবশেষে আল্লাহ তাআলাও তাদের দু'জনের তাওবা কবুল করলেন। তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আদম আ. কে স্ত্রী হাওয়া আ.-থেকে অনেক অনেক দূরের আরেক স্থানে পাঠালেন।

তাদের উভয়ের দিন রাত কাটতে লাগল একা একা নির্জনে। কোথাও কেউ নেই। কোথাও ঘরবাড়ি নেই। কোনো মানুষ নেই।

এভাবেই চলতে চলতে একদিন তারা পরস্পর সাক্ষাৎ পেলেন একটি পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের নাম আরাফা। মক্কায় অবস্থিত আরাফা পাহাড়। তারা নতুন করে জীবনযাপন শুরু করলেন। আর আল্লাহ পাক তাদেরকে শিখিয়ে দিলেন কীভাবে ফসল লাগাতে হয়। কীভাবে ফসল কাটতে হয়। কীভাবে তা সংরক্ষণ করতে হয়।

তারা দু'জন খুব রোনাজারি করলেন। তারা দুআর মধ্যে বললেন–

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের ওপর জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের ওপর দয়া না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ : ২৩)

সময় বয়ে চলল। হযরত আদম আ.-এর অনেক ছেলে মেয়ের জন্ম হলো। তাদের ছিল কাবিল নামক এক ছেলে। সে ফসলাদির চাষ কাজ করত। তা দিয়ে সে জীবিকা নির্বাহ করত। তার আরেকটি ভাই ছিল হাবিল। সে বকরি চড়াত। ফলে হাবিল অনেক দুধ, পশম এবং অনেক গোশতের মালিক ছিল। কাবিল চাইল তার আপন বোনকে বিবাহ করতে, যে বোন আর সে একই সাথে জন্মগ্রহণ করেছে। কেননা, সে ছিল অনেক সুন্দরী। আর যে বোনের সাথে তার বিবাহ করার কথা সে তেমন সুন্দরী ছিল না। অথচ এটা ছিল আদম আ.-এর শরীয়তবিরোধী। ফলে হাবিল আর কাবিলের মধ্যে মতানৈক্য তীব্র আকার ধারণ করল।

হযরত আদম আ. তাদের উভয়কেই আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি করার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ যার কুরবানি কবুল করবেন সেই সুন্দরী বোনকে বিবাহ করবে। ফলে কাবিল কিছু পচা ও নষ্ট ফসলাদি কুরবানিস্বরূপ পেশ করল। পক্ষান্তরে হাবিল তার সবচেয়ে মোটাতাজা এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রাণীটিকে পেশ করল আল্লাহর দরবারে। আল্লাহ তাআলা হাবিলের কুরবানি কবুল

করলেন। কিন্তু কাবিলের কুরবানি কবুল করলেন না। এতে কাবিল ভীষণ ক্ষেপে গেল। সে মনে মনে হাবিলকে হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। একটি পাথর নিয়ে দ্রুত হাবিলের কাছে গেল এবং তাকে হত্যা করে ফেলল। পৃথিবীর বুকে এ প্রথম রক্তপাত ঘটল। পাখিরা চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করল। পাহাড়গুলোও হাবিলের দুঃখে ভারাক্রান্ত হলো। সমস্ত সৃষ্টিজীব কাবিলকে তিরস্কার করতে লাগল। তাকে অভিশাপ দিতে লাগল...। কেননা, সে এমন এক ঘটনা ঘটিয়েছে যা আল্লাহ তাআলাকে রাগান্বিত করে। সে যেন পৃথিবীতে বসবাসরত এক-তৃতীয়াংশ মানুষকেই হত্যা করে ফেলল।

হত্যার পর কাবিল দিশেহারা হয়ে গেল। এখন সে কী করবে? ভাইয়ের লাশ কোথায় রাখবে? সে চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল। এমন সময় আল্লাহ তাআলা কাক পাঠালেন। কাক তাকে শিখিয়ে দিল কীভাবে সে তার ভাইয়ের লাশ জমিনের নিচে পুতে রাখবে।

কাবিল ভাইয়ের লাশ মাটি চাপা দিয়ে দ্রুত ঘরে ফিরে আসল। তার সেই কাঙ্ক্ষিত বোনকে নিয়ে অনেক দূরে কোথাও চলে গেল। সেখানেই বসবাস করতে লাগল সে। পিতা আদম আ.-কে সে পরিত্যাগ করে চলে গেল।

মা হাওয়া আ.-কেও তরক করল। অতঃপর তাদের থেকে জন্ম নিল এক বিশৃঙ্খল জাতি। যারা একে অপরকে হত্যা করতে লাগল।

আর এদিকে হযরত আদম আ. হাবিলের জন্য অনেক কাঁদলেন। তিনি একজন নেক সন্তানের জন্য দুআ করতে লাগলেন। এভাবে অনেক দিন পর একটি নেক সন্তান আল্লাহ দান করলেন। তার নাম শীছ। হযরত শীছ আ.। তিনি বাবা আদম আ.-এর শরীয়তের ওপরই জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। তিনি তার সন্তানদের শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকতে বলতেন। শয়তানের আনুগত্য না করার নির্দেশ দিতেন।

তাদেরকে হযরত আদম আ.-এর ঘটনা শোনাতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন আদম আ.-এর অন্যান্য সন্তানরা কে কী কী অপকর্ম করেছে এবং তা থেকে আমাদের কী শিক্ষা নেওয়া উচিত।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম

হযরত আদম আ.-এর ইন্তিকালের পর অনেক অনেক দিন গত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মানুষ আদম আ.-এর শিক্ষা ভুলতে বসল। তার শরীয়ত ভুলে যেতে লাগল। ইবলিস শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিতে লাগল। কিছু নেককার লোকের জন্য তা পরিপূর্ণ সফল হতে পারত না। তারা ছিলেন– ওয়াদ্দ, সু'আ, ইয়াগুছ, ইয়া'উক এবং নাস্‌র। তারা মানুষদেরকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকতে বলত। শয়তান থেকে মানুষকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিত। তারা সবাইকে সৎকাজের আদেশ করত। আর অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করত।

তারা ছিল পূর্ণ মুমিন। মানুষ তাদের কথা মতো চলত। এভাবে একদিন একজন মারা গেল। কয়দিন পর আরেকজন। এরপর আরেকজন।

এভাবে একে একে সবাই মারা গেল। এবার শয়তান বনী আদমকে ভ্রষ্ট করার পথ পেয়ে গেল। সে দেখল যে, মানুষ এ কয়জনের খুব ভক্ত। মানুষ তাদেরকে অন্তর থেকে ভালোবাসে। ফলে সে বুদ্ধি দিল যে, তোমরা এ মানুষগুলোর একেকটি ছবি টানিয়ে রাখো। তাহলে তাদেরকে দেখে দেখে নেক কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে। তাদের জীবন-আচার মনে সবসময় জাগরুক থাকবে। মানুষ তাই করল। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শয়তান নতুন ফন্দি আটল। সে নতুন কৌশল নিয়ে মানুষদের কাছে আসল। সে এ নেককারদের অবয়বে মূর্তি নির্মাণের পরামর্শ দিল। মানুষ ভাবল, খারাপ কী? ভালোইত হয় তাহলে! আমরাতো আর এদের ইবাদত করছি না। শুধু তাদেরকে দেখে মনে প্রশান্তি অনুভব করব! তাই মূর্তি তৈরী করল মানুষ। উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে দেখে দেখে আমল করবে। এভাবেই দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলো। পূর্বপুরুষরা একে একে সবাই মারা গেল। শয়তান আবার মানুষের কাছে আসল।

সে মনে মনে বলল–

বনী আদমকে ধোঁকা দেওয়ার এটাই মোক্ষম সময়। এ মানুষগুলো তো আর জানে না যে, এ মূর্তিগুলো কেন বানান হয়েছে। তাই সে বলল– তোমরা এ মূর্তিগুলোকে সম্মান করো। আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য এগুলোর ইবাদত করতে থাকো।

লোকজন শয়তানের কথামতো কাজ করতে থাকল। ফলে সমাজে শিরক ও ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এদের এ কুফরীর মধ্যেই একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান লোক রেখেছিলেন। এক আল্লাহর ইবাদতকারী একজন বান্দা রেখে দিয়েছিলেন। যিনি হযরত আদম আ.-এর শরীয়তের ওপরই ছিলেন। তিনি হলেন হযরত নূহ আ.। আল্লাহ তাকে নবুওয়াত দান করলেন। তিনি সমাজের এ গোমরাহী প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে গেলেন।

নবুওয়াত পাওয়ার পর হযরত নূহ আ. মানুষদেরকে এক আল্লাহর দিকে ডাকতে লাগলেন। তাদেরকে মূর্তিপূজা ছেড়ে দিতে বললেন। এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তিনি দাওয়াত নিয়ে যাননি।

তিনি বাজারে যেতেন, রাস্তা-ঘাটে, শহর-বন্দরে সবখানেই হকের দাওয়াত নিয়ে যেতেন। তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করতেন।

তিনি বলতেন–

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তার সাথে কোনো কিছু শরীক করো না। আমার এ উপদেশ তোমরা মেনে নাও এবং আমল করো। আমি তোমাদের ব্যাপারে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আশঙ্কা করছি।

কিন্তু তার কওম প্রত্যুত্তরে বলল–

তুমি আমাদের ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন। বরং তুমি সঠিক পথে আসো।

হযরত নূহ আ. বললেন–

হে কওম! আমি বিভ্রান্ত নই। বরং আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। আমি এসেছি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনতে। তোমাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে। যিনি সবকিছুর মালিক ও স্রষ্টা। আমার রব আমাকে এমন কিছু শিখিয়েছেন– যা তোমরা জানো না। আমি তোমাদেরকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করার কারণে কোনো বিনিময় চাই না। বরং আমার বিনিময় আল্লাহর কাছেই রক্ষিত। হে